Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY
Excellence in education
Plot No. A/2, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212

কালের কণ্ঠ

কালের কণ্ঠ, ২৬-০৩-২০২৪ পৃ. ০৭

দেশের অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বড় সমস্যা 'মধ্যস্বত্বভোগী'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বড় সমস্যা মধ্যস্বত্বভোগী। তাদের কারণে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। তাদের কারণে এখন দেশের ধন-সম্পদ বছরে ৭০০ কোটি মার্কিন ডলার বিদেশে চলে যায়। খুব শক্তভাবে এমন মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। দেশের প্রবীণ এই অর্থনীতিবিদ বলেন, দেশে বৈষম্য আছে। তবে তা সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় নয়। বরং অনেক দেশের চেয়ে কম। মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর ফাঁকি ও দুর্নীতি করে। বেশির ভাগ শিল্পপতি মনে করেন, কর ফাঁকি, ঋণ খেলাপ ও দুর্নীতি বন্ধ করা উচিত।

গতকাল সোমবার বইটির প্রকাশনা সংস্থা ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের (ইউপিএল) কার্যালয়ে গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শাসনব্যবস্থা বিনির্মাণে 'বাংলাদেশের অগযাত্রায় আগামীর করণীয় : জাতীয় সপ্তবার্ষিক কর্মপরিকল্পনার একটি প্রস্তাবিত রূপরেখা' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। বইটি লিখেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ডিস্টিংগুইশড ফেলো অধ্যাপক রওনক জাহান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল বায়েস এবং একাত্তর টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হক বাবু।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বললেন, অজস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ৫২ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জন ঈর্ষণীয়। তবু আত্মতুষ্ট না থেকে বাংলাদেশকে তার জন্মকালীন অঙ্গীকারের পথে, মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের স্বপ্নে অগ্রসর করতে অর্থনীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ আরো কিছু খাতে সংস্কার অনিবার্য।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, ধনীদের কাছ থেকে বেশি অর্থ নিয়ে গরিবের জন্য প্রকল্প নিতে হবে। কিন্তু আমরা তা পারছি না। সামগ্রিকভাবে অগ্রগতি হলে তা কেবল টেকসই হবে। সর্বজনীন অগ্রগতি হওয়া দরকার।

তিনি আরো বলেন, জাতির পিতার মতো উপদেষ্টা চয়নে লাগসই ব্যবস্থা করতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী। তিনি যদি রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা যাঁরা আছেন তাঁদের নেতৃত্বে একটি কমিশন করেন তাহলে আরো কার্যকর ব্যবস্থা করা সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী অনেক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং অনেক উন্নয়ন করেছেন। তিনি যদি বৃত্তের বাইরে আসতে পারেন তাহলে ২০৩০ সালের লক্ষ্য অর্জন

> মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে দেশের ধন-সম্পদ বছরে ৭০০ কোটি ডলার বিদেশে চলে যায়

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

সম্ভব হবে। আমাদের অর্থনীতির বুনিয়াদ অত্যন্ত শক্তিশালী।

সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. রওনক জাহান অবশ্য বলেন, যোগ্য লোকদের যোগ্য জায়গায় বসাতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। সরকার অনেক পলিসি হাতে নেয় কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। আবার স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাইলেও অনেকের চাকরি চলে যায়। এভাবে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, 'অনেকগুলো জিনিস আমরা বাহির থেকে বলছি, কিন্তু সেগুলো নিয়ে সরকার কিছু করছে না। আবার অনেক ব্যাপারে সরকারও বলছে করব, কিন্তু পরে হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে শক্তিশালী গ্রুপ আছে, তাদের জন্য পারছে না। তাদের থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারছে না। সরকার অনেক দিন ধরে দায়িত্বে আছে। সরকার তাদের দমন করতে পারেনি। এসব ক্ষেত্রে সরকার কিছু ভালো পদক্ষেপ নিতে পারে।'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আব্দুল বায়েস বলেন, দেশের অতীতের সাফল্য উজ্জ্বল। কিন্তু এটি অতি উজ্জ্বল হতে পারত। সিনিয়র সাংবাদিক একাত্তর টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল হক বাবু বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর যে দর্শনগুলো ছিল ফরাসউদ্দিনের বইয়ে সেভাবেই আছে। জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু বিদেশিদের কাছ থেকে আমাদের জ্বালানিক্ষেত্রগুলো কিনে নিয়েছিলেন। সেটাই আমাদের জ্বালানি নিরাপত্তার ভিত্তি। এর ওপর ভর করেই কিন্তু আমরা ৫০ বছর চলেছি। সেই ৫০ বছর থেকে গত ১০ বছরে এই ঘাটতিটা বড় আকারে দেখা দিয়েছে। যখন আমরা এলএনজি আমদানি শুরু করলাম, তখন সেই আমদানিনির্ভরতার পাশাপাশি বায়োগ্যাস, নবায়নযোগ্য সোলার কিংবা আমাদের নিজস্ব উত্তোলনে যে পথনকশা দেওয়ার কথা ছিল, গত ১০ থেকে ১৫ বছরে আমরা তা দিইনি। ওই যে ৫০ বছরের জ্বালানি নিরাপত্তা, এখন ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে।'